জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মার্চ ২০১০/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার কমাতে জাতিসংঘের নিরাপদ সড়ক দশক ঘোষণা
* জেন্ডার সমতার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি থেকে কাজের দিকে যেতে জাতিসংঘ উপ-মহাসচিবের আহ্বান
* নেপাল:মাওবাদীদের তথ্যের ব্যাপারে সরকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেজাতিসংঘের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বরোপ
* সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিষয়ে ইসরাইলী কর্মকর্তার কাছে জাতিসংঘ প্রধানের উদ্বেগ প্রকাশ

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার কমাতে জাতিসংঘের নিরাপদ সড়ক দশক ঘোষণা

২ মার্চ- ২০১১ থেকে ২০২০ সালকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সড়ক নিরাপত্তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের দশক হিসেবে ঘোষণা করে যাতে সারা বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বা আহত হবার ঘটনা হ্রাস বা বন্ধের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করা যায়।

আজ গৃহীত হওয়া এ প্রস্তাবে ১৯২ সদস্যের এ পরিষদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে তার অন্যান্য সহযোগিদের সহায়তায় এ দশক চলাকালে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার অনুরোধ জানায়। মস্কোতে গত বছর সড়কের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকেও এ আহবান জানানো হয়েছিল।

সাধারণ পরিষদে এ প্রস্তাব পাস হবার আগে নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে হু-এর সহিংসতা ও আঘাত প্রতিরোধ ও অক্ষমতা বিষয়ক বিভাগের পরিচালক ড. এটিনি ক্রুগ বলেন,“ এ ধরনের একটি দশক অনেক আগেই ঘোষণা করা উচিত ছিল।”

প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় সারা বিশ্বে প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ মারা যায় যাদের অর্ধেকই পথচারি, সাইকেল বা মটরসাইকেল আরোহী বা ড. কাগের মতে অসহায় সড়ক ব্যবহারকারী,যাদের গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই অথচ তারাই গাড়ির নিচে চাপা পড়ছে বেশি।

মৃত্যুবরণ ছাড়াও প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় ২ থেকে ৫ কোটি মানুষ ছোট-খাটো আঘাত পাচ্ছে। তাছাড়া ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সী মানুষদের মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ সড়ক দুর্ঘটনা থেকে পাওয়া আঘাত।

গত জুনে প্রকাশিত সড়ক নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক অবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদনে বিশেষত নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর ক্ষেত্রে সড়ক দুর্ঘটনা থেকে পাওয়া আঘাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চি??হ্নত করা হয়েছে।

১৭৮ টি রাষ্ট্রের ওপর পরিচালিত সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিষয়ক প্রথম ব্যাপকভিত্তিক এ মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় বিশ্বের সড়কগুলোকে আরো নিরাপদ করার জন্য আরো বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ড. ক্রুগ বলেন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ দেশে প্রধান প্রধান কিছু ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় এড়ানোর জন্য যথাযথ আইন রয়েছে, যেমন মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, অতিদ্রুত চালানো এবং সিটবেল্ট না বাধা ও মটরসাইকেল চালানোর সময় হেলমেট না পরা।

তিনি বলেন তিনি বিশ্বাস করেন এ দশক শুধু কাগজে কলমে থাকবে না বরং সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ জোরদার করা এবং পাশাপাশি সড়ক অবকাঠামো, যানবাহনের নিরাপত্তা, সড়ক ব্যবহারকারীদের আচরণ পরিবর্তন এবং মানসিক আঘাতের পরিচর্যা উন্নত করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টাকে একত্রিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জেন্ডার সমতার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি থেকে কাজের দিকে যেতে জাতিসংঘ উপ-মহাসচিবের আহ্বান

১ মার্চ– গত ১৫ বছরে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হলেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এখনও প্রতিশ্রুতি কেবল প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেছে। জাতিসংঘ উপ-মহাসচিব এসব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণের সুস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। আজ নারীদের ওপর জাতিসংঘের দু-সপ্তাহব্যাপী এক বৈঠকের উদ্ভোধনকালে তিনি একথা বলেন।

নারীদের অবস্থা বিষয়ক কমিশনের ৫৪তম অধিবেশনের উদ্ভোধনী ভাষণে আশা রোজ নিগিরু বলেন, শিক্ষা, জাতীয় আইন, নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর জন্য সারা বিশ্বের নারী সংগঠন ও নেটওয়ার্কগুলো প্রশংসা পাবার দাবীদার।

জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আগত অথিতিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,“ অনেকেই এখন বুঝতে শুরু করেছে যে জেন্ডার সমতা এবং নারী ও মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়ন কেবল নারীদের জন্যই নয় বরং টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।”

বেইজিং ঘোষণা ও পদক্ষেপ গ্রহণের ভিত্তি (প-্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন) গৃহীত হবার ১৫তম বর্ষ পুর্তিতে কমিশনের এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলন থেকে এ ঘোষণা প্রদান করা হয়। জেন্ডার সমতা,উন্নয়ন এবং শান্তির লক্ষ্য অর্জনে এটি এখনো সবচেয়ে সমন্বিত আন্তর্জাতিক নীতি কাঠামো।

পদক্ষেপ গ্রহণের ভিত্তিতে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানানো হয়ঃ দারিদ্র্য, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নারী নির্যাতন, যুদ্ধ, অর্থনীতি, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি, মানবাধিকার, গণমাধ্যম, পরিবেশ এবং নারী শিশু।

অভিজ্ঞতা ও ভালো প্রথা বিনিময় এবং যেসব সমস্যা এখনো রয়ে গেছে ও নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি সেসবসহ বেইজিংয়ের বৈঠকের পর যা কিছু অর্জিত হয়েছে তা মূল্যায়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ দু-সপ্তাহের এ বৈঠকে অংশ নেন।

যেসব ক্ষেত্রে এখনো আমরা পিছিয়ে আছি তার একটি হল নারী নির্যাতন মোকাবেলা। মিজ নিগিরো বলেন, “ নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের সমচেয়ে নগ্ন প্রকাশ হল নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বা নারী নির্যাতন, তবে এটিই শেষ নয়। নারীর বিরুদ্ধে অবিচার ও বৈষম্য উন্নত, উন্নয়নশীল দেশ ও সব অঞ্চলেই রয়েছে।”

তিনি আরো বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যই বেশি এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই নারী এবং গত ২০ বছরে এই পরিসংখ্যানে কোন পরিবর্তন হয়নি।

উপমহাসচিব বলেন, প্রজনন স্বাস্থ্য খাতেও আমরা সীমিত অগ্রগতি দেখতে পাই। মাতৃ-মৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশি অথচ এর প্রায় প্রতিটি মৃত্যুই প্রতিরোধযোগ্য।

তিনি বলেন যদিও আমরা গত ১৫ বছরে অগ্রগতি অর্জন করেছি কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। নারীদের অবস্থা বিষয়ক কমিশনের বৈঠকের পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক আঞ্চলিক বৈঠকগুলো থেকে যে বার্তা পাওয়া যায় তা সুস্পষ্ট, আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে যেতে হবে।”

সারা বিশ্বে যেসব ভালো ও প্রতিশ্রুতিশীল রীতি রয়েছে সেগুলোকে আরো ভালোভাবে সমর্থন ও সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার উপায় খুঁজতে এবং শিক্ষা, সিদ্ধান্ত প্রণয়নে অংশগ্রহণ, মাতৃ স্বাস্থ্য এবং নারী নির্যাতন নিমূর্লে আমরা বিগত বছরগুলোতে যা অর্জন করেছি তাকে আরো এগিয়ে নিতে তিনি অংশগ্রহণকারীদের বর্তমান অধিবেশনকে কাজে লাগানোর আহবান জানান।

মিজ মিগিরো আরো বলেন, জনাব বান কি-মুন জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন কারণ এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের সুস্পষ্ট সুযোগ রয়েছে।

নেপাল:মাওবাদীদের তথ্যের ব্যাপারে সরকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ

২৫ ফেব্রুয়ারি- নেপালে জাতিসংঘের প্রধান দূত আজ মাওবাদী সামরিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে গোপন তথ্য প্রদানের জন্য সরকারের অনুরোধের বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করেন। তিনি শান্তি পরিকল্পনাকে সমর্থনের স্বার্থে জাতিসংঘের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাওবাদী বিদ্রোহী ও প্রাক্তন রাজতন্ত্রের মধ্যে কয়েক দশক ধরে চলতে থাকা গৃহ যুদ্ধের অবসান ঘটে।

মহাসচিব বান কি-মুনের প্রতিনিধি কারিন ল্যান্ডগ্রেন শান্তি ও পুনর্গঠন বিষয়ক মন্ত্রী রাকাম চেমগংকে বলেন,যথোপযুক্ত পরিস্থিতিতে এ ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন যৌথ নজরদারি সমন্বয় কমিটির (জেএমসিসি) মাধ্যমে যেখানে নিবন্ধন এবং গোপনীয়তার বিষয়ে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যৌথ নজরদারি সমন্বয় কমিটি অস্ত্র ও সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থাপনা নজরদারি বিষয়ক চুক্তির বাস্তবায়ন (অ্যাগ্রিমেন্ট অন মনিটরিং দি ম্যানেজমেন্ট অব আর্মস এন্ড আর্মিজ) সম্পর্কিত সকল প্রশ্ন বা সমস্যা সমাধানের জন্য দায়ী। ২০০৬ সালের শান্তি চুক্তির পর এ ঐক্যমতের অধীনে নেপালে জাতিসংঘ মিশন নেপালের প্রাক্তন রাজকীয় সামরিক বাহিনীর (রয়েল নেপাল আর্মি) এবং নেপালের মাওবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির (ইউনিফাইড কম্যুনিস্ট পার্টি অব নেপাল-মাওইস্ট) চুক্তি মেনে চলার বিষয়টি তদারক করছে। এ দু'পক্ষের মধ্যকার যুদ্ধে ১৫,০০০ মানুষ মারা যায় এবং আরো ১০০,০০০ জন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

এ চুক্তির আওতায় মাওবাদী বিদ্রোহীরা যতগুলো অস্ত্র নিবন্ধন ও নিরাপদে মজুদ করেছে সরকারী বাহিনী তার সমপরিমাণ অস্ত্র নিরাপদে মজুত করার বিষয়ে একমত হয়। মাওবাদীদের অস্ত্রও ক্যান্টনমেন্টে রাখা হয়েছে।

বৈঠকের পর এক বিবৃতিতে মিশন জানায়, জাতিসংঘ মিশন জোর দিয়ে বলে মন্ত্রণালয় যাতে এমনভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে যাতে মিশনকে এর দায়দায়িত্ব বা নিরপেক্ষ ভূমিকার সাথে আপস করতে না হয়।

ক্যান্টনমেন্টে কতজন মাওবাদী সামরিক সদস্য রয়েছে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়। জাতিসংঘ মিশন জানায় চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের দায়িত্ব হল তাদের বর্তমান সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ও হালনাগাদকৃত তথ্য সরবরাহ করা। অথচ সরকারি ও মাওবাদী সামরিক বাহিনী কেউই তা করছে না এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত যৌথ নজরদারি সমন্বয় কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে পুনরায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিষয়ে ইসরাইলী কর্মকর্তার কাছে জাতিসংঘ প্রধানের উদ্বেগ প্রকাশ

২৪ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইহুদ বারাক মহাসচিব বান কি-মুনের সাথে আলোচনায় মিলিত হলে বান কি-মুন গাজা পরিস্থিতি ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিষয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে মুখপাত্র মার্টিন নেসারকি বলেন," পূর্ব জেরুজালেমে নতুন করে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ এবং ইসরাইলের ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অধিকৃত পশ্চিম তীরের পবিত্র স্থানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করাসহ সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলির বিষয়ে মহাসচিব উষ্মা প্রকাশ করেন।"

বেশ কিছুদিন আগে ইসরায়েল হেব্রনে হজরত ইব্রাহিমের সমাধি এবং বেথেলহেমে রাসেলের সমাধিকে ইসরায়েলের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা প্রদান করে। মধ্য প্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বিষয়ক বিশেষ জাতিসংঘ সমন্বায়ক রবার্ট সেরি এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেন এটি শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু হবার সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

রবার্ট সেরি,যিনি ইসরাইলী প্রেসিডেন্টের প্রতি বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, বলেন সিমন পেরেজ তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে উপাসনালয়গুলোতে ধর্মপালনের স্বাধীনতার প্রতি ইসরায়েল পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করবে।

নেসারকি বলেন, জনাব বারাকের সাথে বৈঠকে মহাসচিবের গাজার পরিস্থিতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সেখানে বেসামরিক

জনগণের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য জাতিসংঘ প্রস্তাব ইসরায়েলের মেনে না নেয়ায় বিষয়েও তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। গাজায় পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যাতে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য ইসরায়েলের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন আলোচনা পুনরায় শুরু করার চলমান প্রচেষ্টার বিষয়ে এবং লেবাননের পরিস্থিতির নিয়েও দ্'পক্ষ আলোচনা করেন।

বিশেষত তিনি ঘাজার গ্রামের বিষয়ে চলমান আলোচনার বিষয়টি উলে-খ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী যে প্রস্তাব দিয়েছে সে বিষয়ে আলোচনায় দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হবে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ১৭০১ অনুসারে এতে ইসরাইলি প্রত্যাহারের বিষয়ে আহ্বান জানানো হয়েছে।

তিনি লেবাননের আকাশে ইসরাইলি বিমানের টহল বন্ধের আহবান জানান এবং লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর নিরস্ত্রিকরণের ব্যাপারে যথাযথ অগ্রগতি না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বান কি-মুন এ অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে এবং এতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনার বিষয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

** ** ***